শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই সমৃদ্ধিঃ আমার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করুন

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০০৬

কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার লক্ষ্যে সার্কভূক্ত সকল দেশে ১৯৯০ সাল 'সার্ক কন্যাশিশু বর্ষ' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্ব স্ব দেশসমূহ নিজেদের দেশের মেয়েদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও ৩০ সেপ্টেম্বর উদযাপিত হবে জাতীয় 'কন্যাশিশু দিবস'। জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাথে কন্যাশিশুর সার্বিক বিকাশের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে এই দিনে তা আমরা আবার নতুন করে উপলব্ধি করি, দায়িত্ব অনুভব করি এবং দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে – **'শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই সমৃদ্ধিঃ আমার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করুন।'** শিক্ষা সকলের মানবাধিকার। এ ক্ষেত্রে শিশুটি ছেলে না মেয়ে এ প্রশ্ন কোনভাবেই ওঠা উচিত নয়। যে কোন শিশুকে তার শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, নিরাপত্তা সর্বোপরি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা আমাদের সকলের।

জন্মলগ্ন থেকেই কন্যাশিশুরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতিফলন ঘটে তাদের সামগ্রিক জীবনে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণায় এটি সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পারিবারিক খাদ্য বন্টন, চিকিৎসা, শিক্ষার সুযোগ এবং সুস্বাস্থ্য বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যত্নের ক্ষেত্রে ছেলে শিশুর তুলনায় কন্যাশিশুর প্রাধান্য অনেক কম। ফলে বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে অধিকাংশ কন্যাশিশুই পুষ্টিহীনতায় ভোগে। পরবর্তীতে এ সকল পুষ্টিহীন কন্যাশিশুই মা হয়ে স্বল্প ওজনের শিশু প্রসব করে এবং সমাজে পুষ্টিহীনতাকে স্থায়ী রূপ দেয়।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে আজ কন্যাশিশুরা নানা সহিসংতার শিকার হচ্ছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের মতে, 'মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষার চেয়ে উন্নয়নের অধিক কার্যকর আর কোন হাতিয়ার নাই।' অর্থাৎ শিক্ষিত মেয়ে, উন্নয়নের এক অনবদ্য শক্তি। উপরে উল্লেখিত নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব সরকারি - বেসরকারি পর্যায় থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল সচেতন, বিবেকবান মানুষকে। নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সবাইকে সমানভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে সকল শিশুর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হবে কন্যাশিশুর প্রকৃত অধিকার।

এই প্রেক্ষাপটে সার্বিক বিবেচনায় কন্যাশিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের করণীয়গুলো নিম্নরূপঃ

- কন্যাশিশুর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার সকল স্তরে মেয়েদের ঝরে পরা রোধ করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
- কন্যাশিশুর পুষ্টিহীনতা, খাদ্য বন্টনে বৈষম্য দূর করা।
- কন্যাশিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য, নির্যাতন রোধ করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

প্রচারেঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়), প্ল্যান-বাংলাদেশ ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

Plan
Be a part of it.